আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০২৫, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪৩২

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

জুলাই গণঅভ্যুত্থান

গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর ২৭ আগস্ট ২০২৫ তারিখ প্রধান কার্যালয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের চূড়ান্ত আর্থিক বিবরণীতে স্বাক্ষর করেন। অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার ও ড. মোঃ হাবিবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও, গভর্নরের উপদেষ্টা মোঃ আহসানউল্লাহ, নির্বাহী পরিচালক ও বহিঃ নিরীক্ষকগণও উপস্থিত ছিলেন

নির্বাহী পরিচালক পদে পদোন্নতি লাভ

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৭ এর পরিচালক মুহম্মদ বদিউজ্জামান দিদার ৩১ আগস্ট ২০২৫ তারিখে নির্বাহী পরিচালক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। তিনি ১৯৯৯ সালে সহকারী পরিচালক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদান করেন। মুহম্মদ বদিউজ্জামান দিদার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগ হতে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি বিআইবিএম থেকে এমবিএম এবং আইবিবি হতে ডিএআইবিবি সম্পন্ন করেন। কর্মজীবনে তিনি পেমেন্ট সিস্টেমস ডিপার্টমেন্ট, ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট ও এফআরটিএমডিতে বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম ও বগুড়া অফিসে পরিচালক এবং বাংলাদেশ ডাক বিভাগের ডিজিটাল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস নগদের প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দাপ্তরিক প্রয়োজনে তিনি দেশে-বিদেশে বিভিন্ন সভা ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। উত্তম কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৪ সালে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক রিকগনিশন অ্যাওয়ার্ড সম্মানে ভূষিত হন। তার স্ত্রী দেশের একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকে উচ্চপর্যায়ে কর্মরত রয়েছেন। মুহম্মদ বদিউজ্জামান দিদার ময়মনসিংহ জেলার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এক কন্যা ও এক পুত্র সন্তানের জনক।

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের গভর্নর অফিসের পরিচালক মোঃ সরোয়ার হোসেন ৩১ আগস্ট ২০২৫ তারিখে নির্বাহী পরিচালক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন এবং গভর্নর অফিসে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন।

মোঃ সরোয়ার হোসেন বাংলাদেশ ব্যাংকে ১৯৯৯ সালে সহকারী পরিচালক পদে যোগদান করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ হতে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর এবং একই বিশ্ববিদ্যালয় হতে মাস্টার্স ইন পাবলিক অ্যাফেয়ার্স ইন ইন্টারন্যাশনাল ইকোনোমিক রিলেশন্স ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি আইবিবি হতে ডিএআইবিবি সম্পন্ন করেন। কর্মজীবনে তিনি প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ, ফিন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এন্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট, একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট, বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগ ও বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক, বগুড়া অফিসে পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

পেশাগত দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে তিনি দেশে-বিদেশে বিভিন্ন সভা ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। পেশাগত দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ২০১৭ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন অ্যাওয়ার্ড (স্বর্ণপদক) লাভ করেন। তিনি খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশে এমবিএ প্রোগ্রামে শিক্ষকতা করছেন। মোঃ সরোয়ার হোসেনের পৈত্রিক নিবাস ফরিদপুর জেলার সদরপুর উপজেলার হরিণ্যা গ্রামে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এক কন্যা ও দুই পুত্র সন্তানের জনক।

বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিসের পরিচালক মোঃ সালাহ উদ্দীন ৩১ আগস্ট ২০২৫ তারিখে নির্বাহী পরিচালক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। মোঃ সালাহ উদ্দীন ২৪ মার্চ ১৯৯৯ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকে সহকারী পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন।

কর্মজীবনে তিনি প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ, বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন ও ভিজিলেন্স বিভাগ, একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট, সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, Supporting Post Covid-19 Small Scale Employment Creation Project (SPCSSECP) এ বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক, বগুড়া অফিস এবং চট্টগ্রাম অফিসে পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পেশাগত দায়িত্বের অংশ হিসেবে তিনি দেশে-বিদেশে বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশ নেন।

মোঃ সালাহ উদ্দীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগ হতে এম.কম (ফিন্যান্স) এবং অর্থনীতি বিভাগ হতে অর্থনীতিতে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন।

সম্পাদনা পরিষদ

- **উপদেষ্টা সম্পাদক**
  কাকলী জাহান আহ্‌মেদ
- **সম্পাদক ও প্রকাশক**
  সাঈদা খানম
- **বিভাগীয় সম্পাদক ও সদস্য**
  মহুয়া মহসীন
  আয়েশা-ই-ফাহমিদা খাতুন
  আজিজা বেগম
- **গ্রাফিক্স**
  ইসাবা ফারহীন

বাংলাদেশ ব্যাংকে ‘জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস’ পালিত

‘জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস’ উপলক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংকের আয়োজনে ৪ আগস্ট ২০২৫ তারিখ প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংকিং হলে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয় এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব নাজমা মোবারেক। ডেপুটি গভর্নর মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার, ড. মোঃ হাবিবুর রহমান, ড. মোঃ কবির আহাম্মদ ও বিএফআইইউ প্রধান। এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালকসহ বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও জুলাই গণঅভ্যুত্থান আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীবৃন্দ এবং জুলাই শহীদ পরিবারের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ, বিশেষ অতিথি গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর, অর্থ সচিব নাজমা মোবারেক ও ডেপুটি গভর্নর মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী

অনুষ্ঠানের শুরুতে ঐতিহাসিক জুলাই গণঅভ্যুত্থানের উপর সচিত্র ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়। সভায় উপস্থিত সকলে জুলাইয়ের সকল শহীদের প্রতি আনুষ্ঠানিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এরপর জুলাই গণঅভ্যুত্থান আন্দোলনের অভিজ্ঞতা এবং গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী প্রত্যাশা নিয়ে বক্তব্য রাখেন আন্দোলনের সক্রিয় অংশগ্রহণকারী স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নুসরাত জাহান টুম্পা, নূর হোসেন, রাইয়ান, কামরুল হাসান ইমন প্রমুখ। এছাড়া, জুলাই শহীদদের পিতা মোঃ মহিউদ্দিন আহমেদ (শহীদ ইয়ামিনের পিতা), সৈয়দ গাজীউর রহমান (শহীদ সৈয়দ মুনতাসির রহমানের পিতা), কবির হোসেন (শহীদ জাবিরের পিতা) আন্দোলনে সন্তানদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিয়ে স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্য রাখেন।

প্রধান অতিথি ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বক্তব্য রাখছেন

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জের হলেও এটি আমাদের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরও বলেন, সকলের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের আর্থিক খাত ঘুড়ে দাঁড়িয়েছে এবং বৃহদাংশে এই কৃতিত্বের ভাগীদার বাংলাদেশ ব্যাংক। সততা ও দেশপ্রেম নিয়ে কর্তব্য পালন করার মাধ্যমে দেশ উন্নতির অগ্রযাত্রায় এগিয়ে যাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর বলেন, জুলাই শহীদদের ত্যাগ আমরা ব্যর্থ হতে দিব না তাই আর্থিক খাতে গুণগত পরিবর্তন নিয়ে আসার চেষ্টা করছি। স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ এবং গুরুত্বপূর্ণ মতামত আমলে নিয়ে আমরা আর্থিক খাতে সংস্কারমূলক কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। প্রয়োজনে সরকারের অন্যান্য বিভাগের সহযোগিতা নিয়ে দেশের অর্থনীতিকে শক্ত অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রচেষ্টা সর্বদা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

বিশেষ অতিথি অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব নাজমা মোবারেক বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদ ও আহতদের এ অপূরণীয় ক্ষতি কিছুতেই পূরণ হওয়ার নয়, তবুও জাতি হিসেবে তাদের ত্যাগের ইতিহাস আমরা সর্বদাই স্মরণ করব এবং যথাযোগ্য সম্মান দিব। তিনি বলেন, সকলে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা ও সুশাসন ফিরে আনার প্রচেষ্টা চলমান রাখব যার মাধ্যমে শহীদদের আত্মত্যাগের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করা হবে।

জুলাই গণঅভ্যুত্থান এবং আন্দোলন পরবর্তী করণীয় নিয়ে আরও বক্তব্য রাখেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ সিরাজুল ইসলাম, আনিছুর রহমান এবং অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ নজরুল ইসলাম ও জুলাই স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সিইও লেফটেন্যান্ট কর্নেল কামাল আকবর। আয়োজনের এক পর্যায়ে অনুষ্ঠানে আগত অতিথি ও জুলাই শহীদ পরিবারের সদস্যদের ফুলেল সংবর্ধনা ও উত্তরীয় পরিয়ে দেয়া হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকসহ ১১টি তফসিলি ব্যাংকের অংশগ্রহণে জুলাই শহীদ ও আহত পরিবারকে সম্মাননা ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভাপতির বক্তব্যে ডেপুটি গভর্নর মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী আয়োজক এবং উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা আমাদের সর্বাত্মক অঙ্গীকার। আন্দোলনে শহীদদের ত্যাগের প্রতি সম্মান রেখে দেশের আর্থিক খাতের উন্নয়নে সবাই দায়িত্ব পালন করে যাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে ৪ আগস্ট ২০২৫ তারিখ সকালে ও বিকালে ব্যাংক প্রাঙ্গণে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি পালিত হয়। ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার, ড. মোঃ হাবিবুর রহমান, মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী ও ড. মোঃ কবির আহাম্মদ, বিএফআইইউ প্রধানসহ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ এবং বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ ও কর্মচারীগণ এ আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন। এর আগে সমবেত স্বরে জাতীয় সংগীত পরিবেশন এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিনের কর্মসূচির সূচনা হয়। কর্মসূচির অংশ হিসেবে সকালে জুলাই গণঅভ্যুত্থান সম্পর্কিত ভিডিওচিত্র এবং স্থিরচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

জুলাই পুনর্জাগরণ উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর প্রধান কার্যালয় চত্বরে একটি গাছের চারা রোপণ করছেন। পাশে ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার, মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী ও ড. মোঃ হাবিবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন

ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার মতিঝিল ব্যাংক নিবাসে একটি গাছের চারা রোপণ করছেন

ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান মতিঝিল ব্যাংক নিবাসে একটি গাছের চারা রোপণ করছেন

ডেপুটি গভর্নর মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী মতিঝিল ব্যাংক নিবাসে একটি গাছের চারা রোপণ করছেন

ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ কবির আহাম্মদ মতিঝিল ব্যাংক নিবাসে একটি গাছের চারা রোপণ করছেন

জুলাই গণঅভ্যুত্থান উপলক্ষে শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত

জুলাই পুণর্জাগরণ ও তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উপলক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ে ৫ আগস্ট ২০২৫ তারিখে শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। সম্মানিত অতিথি হিসেবে নির্বাহী পরিচালক (কারেন্সি) মোঃ আমিনুল ইসলাম আকন্দ, পরিচালক মোঃ বায়েজীদ সরকার, মিজানুর রহমান আকনসহ ব্যাংকে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি, বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের অংশগ্রহণে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও সকলের অংশগ্রহণে ব্যাংক চত্বরে র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

জুলাই গণঅভ্যুত্থান উপলক্ষে ব্যাংক চত্বরে শিশু-কিশোরদের র‍্যালি

স্বাগত বক্তব্যে পরিচালক মিজানুর রহমান আকন বলেন, জুলাই আন্দোলনে যারা জীবন দিয়েছেন তাদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করার জন্য আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি। সেই সাথে কৃতজ্ঞ চিত্তে সকলকে স্মরণ করছি যারা বিভিন্ন সময়ে দেশের স্বাধীনতার জন্য এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ করে শহীদ হয়েছেন। তিনি বলেন, প্রত্যেকের দায়িত্ব নির্মোহভাবে পালন করার মাধ্যমে শহীদদের পবিত্র রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে পাওয়া এই নতুন স্বাধীনতা অর্থবহ হবে।

পরিচালক মোঃ বায়েজীদ সরকার বলেন, একাত্তরের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে আমাদের পূর্বপুরুষেরা জীবন দিয়েছেন, এই জুলাই আন্দোলনে আমাদের সন্তানেরা জীবন দিয়েছেন। তাই আমাদের পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী সকলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং সকলের মতামত শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেন, জুলাই আন্দোলনে শহীদদের প্রতি সম্মান জানিয়ে আমরা স্বীয় কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতা দিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে মর্যাদার উচ্চস্তরে নিয়ে যাবো।

নির্বাহী পরিচালক (কারেন্সি) মোঃ আমিনুল ইসলাম আকন্দ বলেন, আজ থেকে একটি বছর আগে আমরা মুক্ত হয়েছিলাম, যার মাধ্যমে সবাই কাজ করার স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা পেয়েছি। অমূল্য স্বাধীনতার উদ্দীপনা নিয়ে স্বাধীন ও মুক্তভাবে কাজ করার প্রত্যয় তিনি ব্যক্ত করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে নির্বাহী পরিচালক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে আমরা সবসময় ভালো কাজের সাথে থাকতে চাই, এই ধরনের আয়োজনকে সামনে এগিয়ে নিতে চাই। বায়ান্ন, উনসত্তর, একাত্তর, নব্বইয়ের মতো সফল আন্দোলন সংগ্রামের মতো ২০২৪ এর ৫ আগস্টে আমরা স্বাধীনতা পাই। তিনি বলেন, সকলের ঐকান্তিক চেষ্টায় দেশ গড়ে তোলার প্রয়াস আমরা অব্যাহত রাখব এবং এরই মাধ্যমে দেশ উন্নতির পথে অগ্রসর থাকবে।

প্রধান অতিথি ডেপুটি গভর্নর জাকির হোসেন চৌধুরী বলেন, ৫ আগস্ট বা ৩৬শে জুলাই আমাদের দ্বিতীয় স্বাধীনতা দিবস। তিনি বলেন, যারা আত্মাহুতি দিয়ে, জীবনকে তুচ্ছ করে আমাদের জন্য স্বাধীনতা এনেছে সেই সকল যুবক, তরুণ ও ছাত্রভাইদের আমরা সর্বদা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করব। জুলাই আন্দোলন ও শহীদদের আত্মত্যাগ প্রজন্মের কাছে এই শিক্ষা দেয় যে অন্যায় ও অবিচারের মাধ্যমে বাক-স্বাধীনতা চাপিয়ে রাখা যায় না, একসময় তা স্ফুলিঙ্গ আকারে প্রকাশ পাবেই।

উল্লেখ্য, ৫ আগস্ট সকালে ব্যাংক প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠানে আগত অতিথি ও সোনামণিদের অংশগ্রহণে জুলাই পুণর্জাগরণ ও তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ আয়োজন উপলক্ষে র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালিশেষে জুলাই গণঅভ্যুত্থান উপলক্ষে শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়। তিনটি ক্যাটাগরিতে শিশু-কিশোরেরা চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। বয়স শূন্য থেকে সাত বছর ক্যাটাগরি 'ক' গ্রুপে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার লাভ করে যথাক্রমে রুদীপ্ত, লাবিবা এবং ফারিহা মাহরিম খান। বয়স সাত বছরের অধিক থেকে দশ বছর ক্যাটাগরি 'খ' গ্রুপে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার লাভ করে যথাক্রমে তাজমিন, অতন্দ্রিলা দাস এবং সমৃদ্ধি রায়। বয়স দশ বছরের অধিক থেকে চৌদ্দ বছর ক্যাটাগরি 'গ' গ্রুপে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার লাভ করে যথাক্রমে ইফফাত জাহারা সাদিকা, তাসফিয়া জামান মানহা এবং সম্প্রীতি রায়। ডেপুটি গভর্নর মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী ও অন্য অতিথিবৃন্দ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। প্রতিয়োগিতায় অংশ নেয়া সকল শিশু-কিশোরদের শুভেচ্ছা উপহার প্রদান করা হয়।

ডেপুটি গভর্নর মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা পরিদর্শন করছেন

বিদায় উপলক্ষে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

পরিচালক পর্ষদের সম্মানিত সদস্য অর্থ বিভাগের সাবেক সিনিয়র সচিব মাহবুব আহমেদকে গভর্নর ক্রেস্ট প্রদান করেন

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের সম্মানিত সদস্য অর্থ বিভাগের সাবেক সিনিয়র সচিব মাহবুব আহমেদের দ্বিতীয় দফার নিয়োগ চুক্তি শেষ হওয়ায় প্রধান কার্যালয়ে এক বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। ২৬ আগস্ট ২০২৫ তারিখের পর্ষদ সভায় পর্ষদের পক্ষ হতে পর্ষদ সভাপতি ও গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর তাকে ফুল ও ক্রেস্ট প্রদান করেন। বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালক পর্ষদ, পর্ষদের নির্বাহী কমিটি, অডিট কমিটি ও Board Risk Management Committee (BRMC)-তে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। ভবিষ্যতে আর্থিক খাতের উন্নয়ন এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক শক্তিশালীকরণে তার সক্রিয় অংশগ্রহণ অব্যাহত থাকবে বলে সভায় সকলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সভার পক্ষ হতে বিদায়ী পরিচালক মাহবুব আহমেদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়।

উল্লেখ্য, অর্থ বিভাগের সাবেক সিনিয়র সচিব মাহবুব আহমেদ প্রথম দফায় ৩/০৯/২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের সম্মানিত সদস্য হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। পরবর্তীতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক ১১/০৮/২০২২ তারিখ তিনি দ্বিতীয়বারের মতো সদস্য হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন।

আয়কর রেয়াত ও অগ্রিম আয়কর সমন্বয় সফট্ওয়্যার উদ্বোধন

ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার কেক কেটে সফটওয়্যার উদ্বোধন করেন

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের এক্সপেন্ডিচার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-১ এর অধীন ইনকাম ট্যাক্স অ্যাসেস্‌মেন্ট সেলের উদ্যোগে আয়কর রেয়াত ও অগ্রিম আয়কর সমন্বয় সফট্ওয়্যারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ১১ আগস্ট ২০২৫ তারিখে জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার সফট্ওয়্যারটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক (আইসিটিডি) দেব দুলাল রায়, মোঃ খসরু পারভেজ ও পরিচালক আলাউদ্দীন হোসেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিচালক মোস্তফা আজাদ কামাল। এক্সপেন্ডিচার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-১ ও ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি ডিপার্টমেন্টের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার বলেন, এ সফট্ওয়্যারটি উদ্বোধনের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক পেপার বেইজড্ ম্যানুয়াল পদ্ধতি হতে ডিজিটাল দক্ষতার দিকে আরেক ধাপ এগিয়ে গেল। সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে সকল তথ্য সন্নিবেশ করার ফলে তথ্য খুঁজে পাওয়া, তথ্যের সংরক্ষণ ও তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা আরও সহজ হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

নির্বাহী পরিচালক (আইসিটিডি) দেব দুলাল রায় বলেন, অনলাইনে আয়কর রেয়াত ও অগ্রিম আয়কর সমন্বয়ের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হলেও প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে সফট্ওয়্যারের পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করা হবে। নির্বাহী পরিচালক মোঃ খসরু পারভেজ প্রধান কার্যালয়ের পাশাপাশি সকল অফিসে এ সফট্ওয়্যার চালুর গুরুত্ব উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি ও পরিচালক মোস্তফা আজাদ কামাল আয়কর সংক্রান্ত One Stop Solution হিসেবে Online Tax Assessment Portal এর কাজ ইনকাম ট্যাক্স অ্যাসেস্‌মেন্ট সেলের তত্ত্বাবধানে চলমান রয়েছে বলে উল্লেখ করেন।

CAMLCO সম্মেলন ২০২৫ অনুষ্ঠিত

কর্মশালায় প্রধান অতিথি গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সদস্য মোঃ ফজলুল হক ও অংশগ্রহণকারীগণ

বাংলাদেশে কার্যরত বীমা কোম্পানিসমূহের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন ও সার্বিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এর উদ্যোগে ১৯-২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে বীমা কোম্পানির প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (CAMLCO) সম্মেলন কক্সবাজারের স্থানীয় একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সদস্য (প্রশাসন) মোঃ ফজলুল হক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হেড অব বিএফআইইউ (ভারপ্রাপ্ত) মোঃ মফিজুর রহমান খান চৌধুরী।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর বাংলাদেশের আর্থিক বাজারের চারটি স্তম্ভ হিসেবে মানি মার্কেট, স্টক মার্কেট, বন্ড মার্কেট এবং বীমা বাজারের কথা তুলে ধরেন। বীমা খাতের উন্নয়নকে তিনি টেকসই আর্থিক প্রবৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য বলে উল্লেখ করেন। তবে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে তিনি জনগণের আস্থার অভাব এবং বাধ্যতামূলক বীমা স্কিমের (যেমন- স্বাস্থ্য, গাড়ি বা কারখানার বীমা) অনুপস্থিতিকে চিহ্নিত করেন। এ সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি বীমা কোম্পানির প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তোলা, কঠোর নিয়ন্ত্রক তদারকি, একীভূতকরণ/লিকুইডেশন/পুনর্গঠন, টেকসই প্রিমিয়াম নির্ধারণ এবং বীমা কোম্পানির বিনিয়োগ নীতির পুনর্মূল্যায়নকে অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি আর্থিক খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপনা পরিষদকে সম্পৃক্ত করে ও মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে বিএফআইইউ এর নির্দেশনা পরিপালনে সচেষ্ট হওয়ার জন্য বীমা কোম্পানি প্রধান, নির্বাহী ও মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তাদের আহ্বান জানান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে হেড অব বিএফআইইউ (ভারপ্রাপ্ত) মোঃ মফিজুর রহমান খান চৌধুরী বাংলাদেশে ইন্স্যুরেন্স খাতে দুইটি বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। ক) ঋণ প্রদান বা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সঠিক বিনিয়োগ না হওয়া এবং বিনিয়োগের মেয়াদ মিসম্যাচ। তিনি ইন্স্যুরেন্স খাতে জনগণের আস্থা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণের পরামর্শ দেন। তাছাড়া, ইন্স্যুরেন্স খাত ব্যাংক খাত থেকে ভিন্ন উল্লেখ করে তিনি বিশেষায়িত জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা সঠিক প্রিমিয়াম নির্ধারণ, ঝুঁকি নিরূপণ করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সদস্য (প্রশাসন) মোঃ ফজলুল হক মানুষের আস্থা অর্জনে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর জোর দেন। এছাড়া সমাজে স্থিতিশীলতা ও শান্তিশৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে সন্ত্রাসে অর্থায়ন বা মানি লন্ডারিং বন্ধ করতে হবে বলে মন্তব্য করেন। ব্যাংকিং সেক্টরের মতো ইন্স্যুরেন্স সেক্টরের দুর্বল কোম্পানিকেও সংকট থেকে উত্তরণে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে বা আইন প্রণয়নে আইডিআরএ থেকে সরকারের নিকট প্রস্তাব করবেন বলে তিনি জানান।

সম্মেলনে প্যানেল আলোচনায় বক্তব্য/প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন বিএফআইইউ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণ। প্যানেল আলোচনায় বিএফআইইউয়ের পরিচালক মোঃ মোস্তাকুর রহমান Bancassurance এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিক তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন, এটি Beneficial Ownership সম্পর্কে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, অর্থের গতিপ্রবাহ সহজে অনুসরণ এবং বণ্টনকে কাঠামোবদ্ধ করে। তবে আস্থার ঘাটতি এখনো একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। এসব বাধা দূর করতে তিনি শক্তিশালী কমপ্ল্যায়েন্স সচেতনতা কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। সম্মেলনে Keynote প্রেজেন্টেশন করেন বিএফআইইউ এর অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ মশিউর রহমান।

দুই দিনব্যাপী আয়োজিত সম্মেলনে বিএফআইইউ, বাংলাদেশ ব্যাংক, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ফোরাম, বীমা কোম্পানিসমূহের মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তাদের সংগঠন ICCAB এর প্রতিনিধিগণ এবং বীমা কোম্পানিসমূহের মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তাগণ অংশ নেন। এবারের সম্মেলনের প্রতিপাদ্য ছিল, Building a Robust Compliance Culture against Illicit Financial Flows।

সম্মেলনে বীমা খাতে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে কঠোর আইন পরিপালন, ঝুঁকিভিত্তিক তদারকি এবং প্রযুক্তিনির্ভর সমাধানের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। গ্রাহক যাচাই প্রক্রিয়ায় e-KYC, সন্দেহজনক লেনদেন শনাক্ত ও রিপোর্টিং, স্বয়ংক্রিয় কমপ্ল্যায়েন্স ব্যবস্থা এবং হুইসেলব্লোয়িং মেকানিজম চালুর ওপর জোর দেওয়া হয়। এছাড়া দক্ষ জনবল গড়ে তোলা, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, এজেন্ট ও মধ্যস্থতাকারীদের কঠোর তদারকি, কর্পোরেট গভর্ন্যান্স নীতি বাস্তবায়ন এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বীমা খাতকে আরও স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করার আহ্বান জানানো হয়।

আরবিএস শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কর্মশালায় প্রধান অতিথি ডেপুটি গভর্নর মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী ও প্রশিক্ষণার্থীগণ

বাংলাদেশ ব্যাংকের সুপারভাইজরি পলিসি এন্ড কোঅর্ডিনেশন ডিপার্টমেন্ট (এসপিসিডি)-এর উদ্যোগে এবং ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি)-এর সহযোগিতায় ২০ ও ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ ঢাকার স্থানীয় হোটেলে Workshop on Risk Based Supervision for Commercial Bank Officials-শীর্ষক দু'টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালা দু'টিতে ৩১টি তফসিলি ব্যাংক হতে মোট ১৫৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

উদ্বোধনী সেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ সিরাজুল ইসলাম। ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ অনুষ্ঠিত কর্মশালায় আইএফসি বাংলাদেশের সিনিয়র কান্ট্রি ম্যানেজার কাজী ফারহান জহির ও এবিবির সেক্রেটারি জেনারেল ও প্রাইম ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাসান ও. রশীদ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপে আইএফসি বাংলাদেশের অ্যাক্টিং কান্ট্রি ম্যানেজার Mr. Wilfried Tamegnon ও এবিবির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসির ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মামদুদুর রশীদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন এসপিসিডির পরিচালক মোহাম্মদ আবদুর রব। ওয়ার্কশপ দু'টিতে চারটি সেশন পরিচালনা করা হয় এবং প্রশ্নত্তোর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

অর্থ পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

কর্মশালায় প্রধান অতিথি ডেপুটি গভর্নর ড. কবির আহাম্মদ ও প্রশিক্ষণার্থীগণ

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগের কর্মকর্তাদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে কার্যরত বহুজাতিক কোম্পানি কর্তৃক ট্রান্সফার প্রাইসিংয়ের মাধ্যমে অর্থ পাচার প্রতিরোধ শীর্ষক এই কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ কবির আহাম্মদ। প্রধান অতিথি ট্রান্সফার প্রাইসিংয়ের অপব্যবহার করে বিভিন্ন কৌশলে অবৈধভাবে অর্থ স্থানান্তরের বিষয়ে কঠোর নজরদারির পরামর্শ দেন। এছাড়া পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আর্থিক খাতের সুরক্ষায় জাল-জালিয়াতি সম্পর্কে ফরেনসিক ইন্সপেকশন কার্যক্রমের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ রফিকুল ইসলাম। তিনি বলেন, বর্তমান ব্যাংকিং খাতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এ ধরনের প্রশিক্ষণ অপরিহার্য। তিনি বলেন, এই প্রশিক্ষণ কর্মকর্তাদের দক্ষতা বাড়াবে এবং বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন পর্যবেক্ষণে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।

অনুষ্ঠানে বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগের পরিচালক মাহবুবুল আলম সভাপতির বক্তব্যে ট্রেড বেইজড মানিলন্ডারিং ও হুন্ডি প্রতিরোধের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা সংকট নিরসন ও বাজারে স্থিতিশীলতা আনয়নে বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগের ভূমিকা তুলে ধরেন। কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ কামরুজ্জামান এফসিএ, ম্যানেজিং পার্টনার, এম রাশিদ জামান অ্যান্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস।

আরবিএস শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

রিস্ক বেইজড সুপারভিশন (আরবিএস) কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের রেগুলেটরি ও সুপারভাইজরি বিভাগসমূহে কর্মরত কর্মকর্তাগণকে আরবিএস সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে ১৪-১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ মেয়াদে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে Training on Risk Based Supervision (RBS) শীর্ষক অষ্টম ব্যাচের প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ ব্যাংকের রেগুলেটরি ও সুপারভাইজরি বিভাগ এবং বিবিটিএ হতে সহকারী পরিচালক, উপপরিচালক, যুগ্ম পরিচালক ও অতিরিক্ত পরিচালক পদমর্যাদার ৩৯ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। বিবিটিএর নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়া প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে বিবিটিএর পরিচালক মুহম্মদ মাহফুজুর রহমান খান ও অতিরিক্ত পরিচালক ফারজানা আক্তার এবং সুপারভাইজরি পলিসি এন্ড কোঅর্ডিনেশন ডিপার্টমেন্টের পরিচালক মোহাম্মদ আবদুর রব উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণে কোর্স ডিরেক্টর হিসেবে ছিলেন বিবিটিএর অতিরিক্ত পরিচালক সৈয়দ গোলাম শাহাজারুল আলম এবং কোর্স কোঅর্ডিনেটর হিসেবে ছিলেন এসপিসিডির সহকারী পরিচালক সাদিয়া কামাল সঞ্চিতা ও বিবিটিএর উপসহকারী পরিচালক মোঃ জুয়েল হোসেন শেখ।

সাসটেইনেবিলিটি রেটিং রিকগনিশন অ্যাওয়ার্ড প্রদান

অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর, ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার উপস্থিত ছিলেন

বাংলাদেশ ব্যাংক ২০ আগস্ট ২০২৫ তারিখে ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানিকে ২০২৪ সালের Sustainability Issue সম্পর্কিত কার্যক্রমের স্বীকৃতি স্বরূপ Sustainability Rating Recognition Award 2024 প্রদান করে। এ উপলক্ষে প্রধান কার্যালয়ের সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও, বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ, বিভিন্ন ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের পরিচালক চৌধুরী লিয়াকত আলীসহ অন্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর বলেন, দেশের আর্থিক ব্যবস্থা পরিবেশবান্ধব তথা অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই অর্থায়ন নিশ্চিত করা গেলে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সম্ভব হবে। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানিগুলোকে পরিবেশবান্ধব, জলবায়ু ও টেকসই অর্থায়নে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন রিফাইন্যান্স স্কিমের মাধ্যমে Renewable Energy, Energy Efficiency, Waste Management, Green Building, পরিবেশবান্ধব কৃষি, CMSME ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে। তিনি আরও বলেন, এই রেটিং কেবল আনুষ্ঠানিক পুরস্কারই নয়; বরং এটি একটি বার্তা, যা অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে অনুপ্রাণিত করবে।

২০২৪ সালে Sustainability Rating-এ শীর্ষ ব্যাংকসমূহ যথা- সিটি ব্যাংক পিএলসি, ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি, ডাচ্-বাংলা ব্যাংক পিএলসি, মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি, প্রাইম ব্যাংক পিএলসি, যমুনা ব্যাংক পিএলসি, পূবালী ব্যাংক পিএলসি, ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি, শাহজালাল ইসলামি ব্যাংক পিএলসি, এনসিসি ব্যাংক পিএলসি এবং ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহের মধ্যে আইডিএলসি ফাইন্যান্স পিএলসি ও আইপিডিসি ফাইন্যান্স পিএলসিকে Sustainability Issue-তে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ক্রেস্ট এবং লেটার অব অ্যাপ্রিসিয়েশন প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য, ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানিকে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই অর্থায়নে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিবছর Sustainability Rating করে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় Sustainability Rating এর পাঁচটি কম্পোনেন্টের ভিত্তিতে যথা- Sustainable Finance Indicators, CSR Activities, Green Refinance, Core Banking Sustainability এবং Banking Services Coverage বিষয়ে ২০২৪ সালের কার্যক্রমের জন্য পুরস্কৃত করা হয়েছে।

রিস্ক বেইজড সুপারভিশন শীর্ষক ওয়ার্কশপ

বাংলাদেশ ব্যাংকের সুপারভাইজরি পলিসি এন্ড কোঅর্ডিনেশন ডিপার্টমেন্ট (এসপিসিডি)-এর উদ্যোগে এবং ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি)-এর সহযোগিতায় ২০ ও ২৩ আগস্ট, ২০২৫ তারিখ ঢাকার স্থানীয় একটি হোটেলে Workshop on Risk Based Supervision for Commercial Bank Officials-শীর্ষক দু'টি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজিত ওয়ার্কশপ দু'টিতে ৩০টি তফসিলি ব্যাংক হতে মোট ১৫০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

ওয়ার্কশপের উদ্বোধনী সেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ সিরাজুল ইসলাম। ২০ আগস্ট ২০২৫ তারিখ অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপে Mr. Wilfried Tamegnon, অ্যাক্টিং কান্ট্রি ম্যানেজার, আইএফসি বাংলাদেশ ও মাসরুর আরেফিন, চেয়ারম্যান, এবিবি ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, দি সিটি ব্যাংক পিএলসি এবং ২৩ আগস্ট ২০২৫ তারিখ অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপে কাজী ফারহান জহির, সিনিয়র কান্ট্রি ম্যানেজার, আইএফসি বাংলাদেশ ও আলী রেজা ইফতেখার, সদস্য, এবিবি বোর্ড অব গভর্নরস ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ওয়ার্কশপ দু'টিতে Introduction to Risk-Based Supervision, Risk-Based Supervisory Methodology, Supervisory Data Management and Analytics under RBS Framework I Supervisory

কর্মশালায় ডেপুটি গভর্নর মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী বক্তব্য রাখছেন

Expectation and Implementation Plan-শীর্ষক চারটি সেশন পরিচালনা করা হয় এবং অংশগ্রহণকারীদের উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য, আরবিএস বাস্তবায়নে তফসিলি ব্যাংকের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষে প্রতিটি ব্যাংক হতে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগের পাঁচ জন কর্মকর্তার জন্য চারটি ওয়ার্কশপ আয়োজনের প্রথম ধাপে উল্লিখিত দু'টি ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়েছে।

AFI Maya Declaration Commitment Award, ২০২৫ অর্জন

বাংলাদেশ ব্যাংক সম্প্রতি Alliance for Financial Inclusion (AFI)-এর Maya Declaration Commitment Award অর্জন করে। Swakopmund, Namibia-এ অনুষ্ঠিত AFI Global Policy Forum (GPF)-এর Awards Ceremony-তে বাংলাদেশ ব্যাংক ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ অ্যাওয়ার্ড অর্জন করে। AFI কর্তৃক আয়োজিত GPF-এ আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে বিশেষ অবদানের জন্য এর সদস্যদের মধ্য থেকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। এ বছর GPF-এ বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর, নীতি নির্ধারকবৃন্দ ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অংশীজনসহ ৭০০ জনেরও অধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাগণ

AFI-এর Maya Declaration Commitment-এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট, ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, ক্রেডিট গ্যারান্টি ডিপার্টমেন্ট, ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো, ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এন্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট, ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট, এনএফআইএস এডমিনিস্ট্রেটিভ ইউনিট, পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট, সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের পাশাপাশি বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এবং মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি কর্তৃক প্রতি বছর আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বিষয়ক স্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এসব মাত্রার উল্লেখযোগ্য অংশই বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অর্জিত হওয়ায় এ অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ ব্যাংককে অ্যাওয়ার্ডটি প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক এবং আইএফসির মধ্যে সহযোগিতামূলক চুক্তি স্বাক্ষর

বাংলাদেশ ব্যাংক এবং ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি)-এর মধ্যে ২৮ আগস্ট ২০২৫ তারিখ প্রধান কার্যালয়ে রিস্ক বেইজড সুপারভিশন বাস্তবায়ন বিষয়ে একটি সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে সুপারভাইজরি পলিসি এন্ড কোঅর্ডিনেশন ডিপার্টমেন্ট (এসপিসিডি)-এর পরিচালক মোহাম্মদ আবদুর রব এবং আইএফসির পক্ষে অ্যাক্টিং কান্ট্রি ম্যানেজার কাজী ফারহান জহির চুক্তিটি স্বাক্ষর করেন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী, নির্বাহী পরিচালক মোঃ সিরাজুল ইসলাম এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ও আইএফসির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

বাংলাদেশ ব্যাংক ও আইএফসির মধ্যে সহযোগিতামূলক চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নর মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী

উল্লেখ্য, ২০২৬ সালের জানুয়ারি হতে বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরে রিস্ক বেইজড সুপারভিশন চালু করার লক্ষ্য নিয়ে নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ সকল কার্যক্রমে ২০২৩ সাল হতে আইএফসি বাংলাদেশ ব্যাংককে সহযোগিতা প্রদান করে আসছে এবং এ ধারাবাহিকতায় চলমান চুক্তিটি সংশোধনপূর্বক ২০২৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত পুনরায় নবায়ন করা হয়েছে।

ইস্যু একাউন্টিং সফ্টওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

কর্মশালায় উপস্থিত প্রধান অতিথি ও অন্য অংশগ্রহণকারীগণ

বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল অফিসের ইস্যু বিভাগের আয়োজনে এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা ১৮ জুন ২০২৫ থেকে ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। সিলেট, রাজশাহী, খুলনা ও রংপুর অফিসে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মতিঝিল অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ আমজাদ হোসেন খাঁন এবং চট্টগ্রাম, বরিশাল ও বগুড়া অফিসে উপস্থিত ছিলেন এ অফিসের নির্বাহী পরিচালক (কারেন্সি) মোঃ আমিনুল ইসলাম আকন্দ। কারেন্সির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, নোটস্ ইন সার্কুলেশন সংক্রান্ত কাজের ডিজিটালাইজেশনের জন্য ইস্যু একাউন্টিং সফটওয়্যারটি বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল অফিসের কম্পিউটার সেল ও ইস্যু হিসাব শাখার কর্মকর্তাগণ কর্তৃক ডেভেলপ করা হয়। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তাদের পাশাপাশি সোনালী ব্যাংক পিএলসির প্রধান কার্যালয়সহ চেস্ট ও সাবচেস্ট শাখার কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করে।

প্রান্তিক গ্রাহকদের মাঝে ঋণ বিতরণ অনুষ্ঠান

ঋণ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান ও অন্য অতিথিবৃন্দ

১০/৫০/১০০ টাকার হিসাবধারী প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষক, নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, স্কুল ব্যাংকিং হিসাবধারী এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য গঠিত পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় চুক্তিবদ্ধ ব্যাংকগুলোর অংশগ্রহণে ৩ জুলাই ২০২৫ তারিখে চাঁপাইনবাবগঞ্জে ব্যাংক এশিয়া পিএলসির নেতৃত্বে প্রান্তিক গ্রাহকদের মাঝে ঋণ বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক রূপ রতন পাইন। এছাড়া, পরিচালক (এফআইডি) মোঃ ইকবাল মহসীন এবং ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্টের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে ৩১টি ব্যাংক প্রান্তিক গ্রাহকদের মাঝে প্রকাশ্যে ২.৯০ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করে। প্রধান অতিথি ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহকে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং এ ধরনের কার্যক্রমের পরিধি বিস্তারের পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়া, তিনি আর্থিক অন্তর্ভুক্তির হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে প্রান্তিক মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ব্যাংকগুলোকে অগ্রসর হওয়ার আহ্বান জানান।

বুক রিভিউ প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত

রিভিউ প্রোগ্রামে চিফ ইকনোমিস্ট ড. মোহাম্মদ আক্তার হোসেন বক্তব্য রাখছেন

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের কনফারেন্স রুমে ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ Formulation and Implementation of Monetary Policy: BBs Experience শিরোনামের উপর রিভিউ প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। রিভিউ প্রোগ্রামে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চিফ ইকোনমিস্ট ড. মোহাম্মদ আক্তার হোসেন ও বিশেষ অতিথি হিসেবে নির্বাহী পরিচালক ড. মোঃ গোলজারে নবী। রিভিউ প্রোগ্রামের মূল আলোচক ছিলেন মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্টের অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ নাজিমুল আরিফ সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রন্থাগারের ইনস্টিটিউশনাল রিপোজিটরি/আর্কাইভস শাখার কর্মকর্তাবৃন্দ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন গ্রন্থাগারের যুগ্ম পরিচালক মোছাঃ আসমা উল হুসনা মনি। অনুষ্ঠানে প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ হতে ৫২ জন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। গ্রন্থাগারের অতিরিক্ত পরিচালক শশাংক কুমার সিংহ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

সিএমএসএমই অর্থায়ন নীতিমালা বিষয়ক কর্মশালা

কর্মশালায় প্রধান অতিথি নির্বাহী পরিচালক হুসনে আরা শিখা ও অংশগ্রহণকারীগণ

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক ৪ আগস্ট ২০২৫ তারিখ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান কার্যালয়ের নির্বাহী পরিচালক হুসনে আরা শিখা ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ রুকনুজ্জামান এবং পরিচালক এস, এম কামালুজ্জামান কামাল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের পরিচালক নওশাদ মোস্তাফা।

সিএমএসএমই অর্থায়ন সংক্রান্ত মাস্টার সার্কুলার (এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০১/২০২৫) এর যথাযথ প্রয়োগ ও সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষে খুলনা অফিসের আওতাধীন অঞ্চলে কার্যরত ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানির এসএমই প্রধানদের অংশগ্রহণে কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকে তালিকাভুক্ত সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক (SUP) এবং নিষিদ্ধ পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার বন্ধের লক্ষ্যে নির্দেশনা

পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য ও মানবস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি বিধায় সারা বিশ্বে বর্তমানে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক (SUP) ও পলিথিন ব্যবহার বন্ধে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশেও সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ও নিষিদ্ধ পলিথিনের ব্যবহার বন্ধের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক বহুমাত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশের সকল তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে তালিকাভুক্ত সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক এবং নিষিদ্ধ পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার বন্ধের লক্ষ্যে গভর্নরের সভাপতিত্বে ৬ আগস্ট ২০২৫ তারিখে প্রধান কার্যালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দকে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করার পাশাপাশি অংশগ্রহণকারীদের সাথে মতবিনিময় করেন। প্রধান কার্যালয়ে হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১ এর উদ্যোগে আয়োজিত এ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংকে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ও নিষিদ্ধ পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার বন্ধের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা জারি করা হয়:

১) সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক (SUP) এবং নিষিদ্ধ পলিথিন ব্যাগের পরিবর্তে নিম্নলিখিত পরিবেশবান্ধব বিকল্প পণ্যসমূহ ব্যবহার করতে হবে: ক) প্লাস্টিকের ফাইল ফোল্ডারের পরিবর্তে কাগজ বা পরিবেশবান্ধব অন্যান্য সামগ্রীর তৈরি ফাইল ও ফোল্ডার ব্যবহার করা; খ) প্লাস্টিক ব্যাগের পরিবর্তে কটন/ জুট ফেব্রিক বা পরিবেশবান্ধব উপকরণের ব্যাগ ব্যবহার করা; গ) প্লাস্টিকের পানির বোতলের পরিবর্তে পরিবেশবান্ধব উপকরণে তৈরি বোতল ও গ্লাস ব্যবহার করা; ঘ) প্লাস্টিকের ব্যানারের পরিবর্তে কটন ফেব্রিক, জুট ফেব্রিক বা বায়োডিগ্রেডেবল উপাদানে তৈরি ব্যানার ব্যবহার করা; ঙ) দাওয়াতপত্র, ভিজিটিং কার্ড ও বিভিন্ন প্রচারপত্রে প্লাস্টিকের লেমিনেশন পরিহার করা; চ) বিভিন্ন সভা/ সেমিনারে সরবরাহকৃত খাবারের প্যাকেট যেন কাগজের/ পরিবেশবান্ধব হয় সেটি নিশ্চিত করা; ছ) একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিকের প্লেট, গ্লাস, কাপ, স্ট্র, কাটলারিসহ সকল ধরনের পণ্য পরিহার করা; জ) প্লাস্টিকের কলমের পরিবর্তে পেন্সিল/ কাগজ বা পরিবেশবান্ধব উপকরণের কলম ব্যবহার করা; ঝ) বার্ষিক প্রতিবেদনসহ সকল ধরনের প্রকাশনায় লেমিনেটেড মোড়ক ও প্লাস্টিকের ব্যবহার পরিহার করা; ঞ) ফুলের তোড়াতে প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করা।

২) পরিবেশবান্ধব উপকরণে তৈরি বোতল ও গ্লাস পুনরায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতকর্তার সাথে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করতে হবে।

৩) অফিসের কাজে ব্যবহার্য বিভিন্ন পণ্য ও দ্রব্যাদি ক্রয়ের ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব পণ্য ও দ্রব্যাদি ক্রয় নিশ্চিত করতে হবে।

৪) বাংলাদেশ ব্যাংকের স্টাফ ক্যান্টিন, ভোগ্যপণ্য ও এক্সপেন্ডিচার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-২ এর প্যান্ট্রি শাখা হতে যে কোনো ধরনের খাবার সরবরাহ করার ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে পরিবেশবান্ধব প্যাকেজিং ব্যবহার করতে হবে।

৫) এ নির্দেশনা যথাযথ বাস্তবায়ন ও পরিপালন মনিটরিং করার জন্য সকল অফিস ও বিভাগে অন্তত একজন করে কর্মকর্তা মনোনয়নপূর্বক হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১ কে অবহিত করতে হবে।

৬) সংশ্লিষ্ট সকল অফিস/বিভাগ এ নির্দেশনা যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১ কে অবহিত করতে হবে।

সভায় সমাপনী বক্তব্যে গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর বাংলাদেশ ব্যাংক পরিবারের সবাইকে উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক এবং নিষিদ্ধ পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার বন্ধের এ উদ্যোগে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ প্রদান করেন। পরিশেষে কর্মজীবনের পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবনেও সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক এবং নিষিদ্ধ পলিথিন ব্যাগ বন্ধের এ চর্চা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ToT শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

রিস্ক বেইজড সুপারভিশন বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে একটি এক্সপার্ট টিম গঠনের লক্ষ্যে ২০-২৪ জুলাই ২০২৫ মেয়াদে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে Training of Trainers (ToT) শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ ব্যাংকের সুপারভাইজরি পলিসি এন্ড কোঅর্ডিনেশন ডিপার্টমেন্টের এবং বিবিটিএ হতে অতিরিক্ত পরিচালক ও যুগ্ম পরিচালক পদমর্যাদার ৫৮ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। বিবিটিএর নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়া প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি উদ্বোধন করেন। এ সময় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিবিটিএ হতে পরিচালক মুহম্মদ মাহফুজুর রহমান খান ও অতিরিক্ত পরিচালক ফারজানা আক্তার এবং সুপারভাইজরি পলিসি এন্ড কোঅর্ডিনেশন ডিপার্টমেন্টের পরিচালক মোহাম্মদ আবদুর রব উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণের কোর্স ডিরেক্টর হিসেবে ছিলেন বিবিটিএর যুগ্ম পরিচালক মোঃ ফরহাদ হোসেন এবং কোর্স কোঅর্ডিনেটর হিসেবে ছিলেন এসপিসিডির উপপরিচালক সৈয়দ নাঈম রহমান ও বিবিটিএর উপসহকারী পরিচালক মোঃ জুয়েল হোসেন শেখ।

প্রধান অতিথি ও কর্মশালায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

অর্থ পাচার প্রতিরোধ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির Prevention of Money Laundering and Combatting Finance of Terrorism শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স একাডেমিতে ২-৩ জুলাই ২০২৫ মেয়াদে অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সটির উদ্বোধন করেন একাডেমির নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়া। কোর্স ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বিবিটিএর অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ মাসুদ রানা। কোর্স সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন যুগ্ম পরিচালক তাসলিমা আক্তার। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের সহকারি পরিচালক/উপপরিচালক/যুগ্ম পরিচালক, শাখা অফিস এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ফিন্যান্স কোম্পানির কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন।

সমাপনী অনুষ্ঠানে বিবিটিএর পরিচালক মুহম্মদ মাহফুজুর রহমান খান প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী ও প্রধান অতিথি নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়া

আইসিটি সিকিউরিটি শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী ও প্রধান অতিথি নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়া

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে Guidelines on ICT Security for Banks and Finance Companies শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স ২০-২২ জুলাই ২০২৫ মেয়াদে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকসহ বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানির ৩০ জন কর্মকর্তা কোর্সটিতে অংশগ্রহণ করেন। কোর্সটি উদ্বোধন করেন একাডেমির নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়া। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোর্স ডিরেক্টর বিবিটিএর অতিরিক্ত পরিচালক নাসরিন সুলতানা (আইসিটি)। প্রশিক্ষণ কোর্সটিতে সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করেন বিবিটিএ'র উপপরিচালক (আইসিটি) সৈয়দ এম খালিদ হোসেন।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে Guidelines on ICT Security for Banks and Finance Companies এর বিভিন্ন অধ্যায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি ডিপার্টমেন্টের পরিচালক (আইসিটি) মোঃ আমির হোসেন পাঠান, যুগ্ম পরিচালক (আইসিটি) এ.বি.এম. আফজালুল হক দূর্জয়, যুগ্ম পরিচালক (আইসিটি) ড. নুরুল্লাহ শাহীন, পেমেন্ট সিস্টেমস ডিপার্টমেন্টের অতিরিক্ত পরিচালক (আইসিটি) জয়ন্ত কুমার ভৌমিক এবং বিবিটিএর অনুষদ সদস্যবৃন্দ।

ক্যাশলেস ব্যাংকিং শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির উদ্যোগে ২৭-২৯ জুলাই ২০২৫ মেয়াদে Cashless Banking, Fintech & Digital Financial Services (DFS) শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সটিতে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় ও শাখা অফিস এবং তফসিলি ব্যাংক হতে মোট ২৭ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে ক্যাশলেস ব্যাংকিংয়ের সুবিধা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ, ক্যাশলেস ইকোসিস্টেমে ব্যাংকিং অবকাঠামো এবং ক্যাশলেস পরিষেবা, ফিনটেকের কোর টেকনোলজি, ডিজিটাল পেমেন্টের ইকোসিস্টেম এবং ক্যাশলেস ব্যাংকিং, ফিনটেক এবং ডিএফএসে সাইবার নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কিত সেশন পরিচালনা করা হয়। কোর্সের উদ্বোধন করেন একাডেমির নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়া। পরিচালক মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, পরিচালক রেজিয়া খাতুন, অতিরিক্ত পরিচালক ও কোর্স ডিরেক্টর খন্দকার আলি কামরান আল জাহীদ এবং যুগ্ম পরিচালক (আইসিটি) ও কোর্স কো-অর্ডিনেটর মোসাঃ সাদিকা খাতুন উপস্থিত ছিলেন।

প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে প্রধান অতিথি নির্বাহী পরিচালক

ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট শীর্ষক কোর্স

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে ২২-২৪ জুলাই ২০২৫ মেয়াদে Treasury Management in Banks শীর্ষক কোর্স বিবিটিএতে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে একাডেমির নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়া প্রশিক্ষণ কোর্সটির উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন একাডেমির পরিচালক মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন একাডেমির অতিরিক্ত পরিচালক এবং কোর্স ডিরেক্টর কৃষ্ণ প্রসাদ বিশ্বাস। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন একাডেমির উপপরিচালক শাহ আরাফাত হোসেন।

প্রশিক্ষণ কোর্সে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় হতে সহকারী পরিচালক ও উপপরিচালক পদমর্যাদার এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানি হতে সর্বমোট ২৯ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ কোর্সটির সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন একাডেমির পরিচালক শাকিল এজাজ।

আরবিএস শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে ১০-১৩ আগস্ট ২০২৫ এবং ২৪-২৭ আগস্ট ২০২৫ মেয়াদে Training on Risk Based Supervision (RBS) শীর্ষক ষষ্ঠ ও সপ্তম ব্যাচের প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

ষষ্ঠ ব্যাচের প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ ব্যাংকের সুপারভাইজরি পলিসি এন্ড কোঅর্ডিনেশন ডিপার্টমেন্ট এবং বিবিটিএ হতে সহকারী পরিচালক, উপপরিচালক ও যুগ্ম পরিচালক পদমর্যাদার ৩৯ জন কর্মকর্তা এবং সপ্তম ব্যাচের প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ ব্যাংকের সুপারভাইজরি পলিসি এন্ড কোঅর্ডিনেশন ডিপার্টমেন্ট এবং বিবিটিএ হতে যুগ্ম পরিচালক ও অতিরিক্ত পরিচালক পদমর্যাদার ৩৩ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। বিবিটিএর নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়া প্রশিক্ষণ কর্মশালা দুটি উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান দুটিতে বিবিটিএর পরিচালক মুহম্মদ মাহফুজুর রহমান খান ও অতিরিক্ত পরিচালক ফারজানা আক্তার এবং সুপারভাইজরি পলিসি এন্ড কোঅর্ডিনেশন ডিপার্টমেন্টের পরিচালক মোহাম্মদ আবদুর রব উপস্থিত ছিলেন।

প্রশিক্ষণের ষষ্ঠ ব্যাচে কোর্স ডিরেক্টর ছিলেন বিবিটিএর উপপরিচালক রুবাব মোহাম্মদ হৃদয় এবং সপ্তম ব্যাচে কোর্স ডিরেক্টর ছিলেন বিবিটিএর যুগ্ম পরিচালক মোঃ ফরহাদ হোসেন। উভয় ব্যাচে কোর্স কোঅর্ডিনেটর ছিলেন এসপিসিডির সহকারী পরিচালক সাদিয়া কামাল সঞ্চিতা ও বিবিটিএর উপসহকারী পরিচালক মোঃ জুয়েল হোসেন শেখ।

আরবিএস শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মাঝে প্রধান অতিথি নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়া

SAP ট্রেইনিং শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স

প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী ও প্রধান অতিথি

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির উদ্যোগে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা অফিস হতে অফিসার/সহকারী পরিচালক/উপপরিচালক/যুগ্ম পরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দের সমন্বয়ে ৭-১০ জুলাই ২০২৫ মেয়াদে SAP Training on FICO Module শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ কোর্সটি একাডেমির নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়া উদ্বোধন করেন। এছাড়াও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পরিচালক (আইসিটি) ও কোর্স ডিরেক্টর মোঃ মতিয়র রহমান, উপপরিচালক (আইসিটি) ও কোর্স সমন্বয়কারী মোঃ শামীম-আল-মামুন এবং কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আর্কাইভাল ফান্ডামেন্টাল অ্যান্ড প্র্যাকটিক্যাল ক্যাপাসিটি শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী ও প্রধান অতিথি নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়া

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের সকল বিভাগ/সেল/ইউনিট/উইং/প্রজেক্টর সকল কর্মকর্তাদের আর্কাইভাল ভ্যালুসমৃদ্ধ ডকুমেন্টস Bangladesh Bank Institutional Repository (BBIR) সিস্টেমে সঠিকভাবে সংরক্ষণের জন্য ইনস্টিটিউশনাল রিপোজিটরি/আর্কাইভস শাখা কর্তৃক প্রথমবারের মতো ১৪, ১৯, ২০ এবং ২১ আগস্ট ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে Archival Fundamentals and Practical Capacity Building for Archival Focal Points শীর্ষক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। বিবিটিএর নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়া কর্মশালার উদ্বোধন করেন। প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রধান কার্যালয়, গ্রন্থাগারের পরিচালক তাসনিম ফাতেমা, বিবিটিএ-উইং-৪ এর পরিচালক মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান খান, বিবিটিএ-উইং-৭ এর পরিচালক উজ্জ্বল কুমার দাস, বিবিটিএ-উইং-৪ এর অতিরিক্ত পরিচালক ফারজানা আক্তার এবং প্রধান কার্যালয় গ্রন্থাগারের ইনস্টিটিউশনাল রিপোজিটরি/আর্কাইভস শাখার কর্মকর্তাবৃন্দ।

Archival Fundamentals and Practical Capacity Building for Archival Focal Points শীর্ষক প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ ব্যাংকের ৭০টি বিভাগ/সেল/ইউনিট/উইং/প্রজেক্ট এর ২০৫ জন আর্কাইভাল ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। আর্কাইভাল গভর্নেন্স, বাংলাদেশ ব্যাংক ইনস্টিটিউশনাল রিপোজিটরি, কি-ওয়ার্ড ও এক্সেস লেভেল নির্ধারণসহ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কার্যপরিধি বিষয়ে তত্ত্বীয় ক্লাস পরিচালনা করেন গ্রন্থাগারের অতিরিক্ত পরিচালক শশাংক কুমার সিংহ, যুগ্ম পরিচালক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম মজুমদার এবং মোছাঃ আসমা উল হুসনা মনি। কম্পিউটার ল্যাবে ব্যবহারিক ক্লাস পরিচালনা করেন উপপরিচালক নাঈমা মোস্তফা এবং সহকারী পরিচালক আমিনুল ইসলাম।

IFRS শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স

প্রধান অতিথি নির্বাহী পরিচালক ও অংশগ্রহণকারীগণ

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে ১৩-১৫ জুলাই ২০২৫ মেয়াদে International Financial Reporting Standard শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে বিবিটিএর নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়া প্রশিক্ষণ কোর্সটির উদ্বোধন করেন। কোর্স ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন একাডেমির অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ শহীদুল ইসলাম এবং কোর্স কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন একাডেমির সহকারী পরিচালক সুদীপ্ত বিশ্বাস দীপ্ত। প্রশিক্ষণ কোর্সটিতে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়, বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানি হতে মোট ২৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ কোর্সের সেশনসমূহ পরিচালনা করেন বিবিটিএর পরিচালক মোঃ আমিনুর রহমান চৌধুরী এবং অতিথি বক্তা হিসেবে প্রশিক্ষণ কোর্সের সেশন পরিচালনা করেন সোনালী ব্যাংকের ডিএমডি সুভাষ চন্দ্র দাশ ও সিএফও মোঃ ইকবাল হোসেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে পরিচালক মোঃ আমিনুর রহমান চৌধুরী প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন।

লিডারশিপ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে ১৫-১৭ জুলাই ২০২৫ মেয়াদে Leadership, Team Building and Negotiation Skill শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন একাডেমির নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়া। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন কোর্সটির পরিচালক শাকিল এজাজ, পরিচালক (বিবিটিএ) এবং কোর্স কো-অর্ডিনেটর ও যুগ্ম পরিচালক মোঃ আব্দুল হাসীব।

প্রশিক্ষণ কোর্সে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও শাখা অফিসের যুগ্ম পরিচালক এবং অতিরিক্ত পরিচালক পর্যায়ের ২৮ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়া ও অংশগ্রহণকারীগণ

রাজশাহী অফিস

নারীর আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ত্বরান্বিতকরণ বিষয়ক কর্মশালা

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের এনএফআইএস এডমিনিস্ট্রেটিভ ইউনিট (এনএইউ) এর উদ্যোগে ৯ আগস্ট ২০২৫ তারিখ রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলাস্থ সাফিনা পার্ক অডিটোরিয়ামে নারীর আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ত্বরান্বিতকরণ বিষয়ক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। আর্থিক পরিষেবা বঞ্চিত নারীদের বিভিন্ন আর্থিক পরিষেবা সম্পর্কে অবহিতকরণ এবং আর্থিক পরিষেবার আওতায় অন্তর্ভুক্তকরণের লক্ষ্যে এনএইউয়ের অতিরিক্ত পরিচালক শাহানা ফেরদৌসীর সঞ্চালনায় দিনব্যাপী এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

এনএইউয়ের পরিচালক শায়েমা ইসলামের সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান কার্যালয়ের নির্বাহী পরিচালক রূপ রতন পাইন এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাজশাহী অফিসের পরিচালক শামসুল আরেফীন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. ওয়ারদাতুল আকমাম, পিকেএসএফ ও এমআরএ'র প্রতিনিধি এবং আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ কর্মশালায় বক্তব্য প্রদান করেন। কর্মশালায় প্রান্তিক নারীর আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং নারীর আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বিষয়ক প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। এছাড়া, কর্মশালার বিভিন্ন সেশনে আর্থিক পরিষেবা বঞ্চিত নারীদের অভিজ্ঞতা বিনিময়, স্থানীয় নারী উদ্যোক্তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং ক্যুইজ প্রতিযোগিতা অন্তর্ভুক্ত ছিল। কর্মশালা প্রাঙ্গনে ব্যাংক, ফাইন্যান্স কোম্পানি, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রোভাইডার (এমএফএসপি) ও ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থার আর্থিক পরিষেবা বুথ স্থাপন করা হয়। উক্ত বুথ হতে আর্থিক পরিষেবার বাইরে থাকা ২২ জন নারী তাৎক্ষণিকভাবে হিসাব খোলার মাধ্যমে আর্থিক পরিষেবার আওতায় আসেন।

কর্মশালায় বক্তারা অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নের তাৎপর্য তুলে ধরে প্রান্তিক নারীদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির বর্তমান চিত্র, প্রতিবন্ধকতা এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ত্বরান্বিতকরণের উপায় নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়াও, বক্তারা নারীদের জন্য বিশেষ ঋণ সুবিধা, ডিজিটাল আর্থিক সেবা, ই-কমার্স ও ফ্রিল্যান্সিংয়ের সুযোগ বৃদ্ধি, আর্থিক সাক্ষরতা বৃদ্ধিসহ আর্থিক পরিষেবার সহজ প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ এবং প্রয়োজনীয় অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতিমালা প্রণয়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন। কর্মশালায় বাংলাদেশ ব্যাংক, পিকেএসএফ, এমআরএ, ব্যাংক, ফাইন্যান্স কোম্পানি, এমএফএসপি, ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থার প্রতিনিধি এবং আর্থিক পরিষেবা বঞ্চিত নারীসহ মোট ১২০ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি নির্বাহী পরিচালক রূপ রতন পাইন, অংশ নেয়া আর্থিক পরিষেবা বঞ্চিত নারী ও অন্য অতিথিবৃন্দ

চট্টগ্রাম অফিস

অফশোর ব্যাংকিং শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি কর্তৃক International Trade Finance & Offshore Banking শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স ২৯-৩১ জুলাই ২০২৫ মেয়াদে বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিসে আয়োজিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংক হতে বিভিন্ন স্তরের মোট ৩৯ জন কর্মকর্তা কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। কোর্সটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক (চলতি দায়িত্বে) মোঃ সালাহ উদ্দীন, কোর্স ডিরেক্টর ও পরিচালক (বিবিটিএ) মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন এবং কোর্স সমন্বয়কারী সহকারী পরিচালক এ. টি. এম. আহাসানুল হক উপস্থিত ছিলেন।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে FERA 1947, Offshore Banking Act 2024, GFET-2018, FE circulars, Import policy order, Export policy, Relevant ICC publications, UCP-600 & Incoterms-2020, Trade-based money laundering ইত্যাদি বিষয়ে সেশন পরিচালিত হয়।

প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে প্রধান অতিথি নির্বাহী পরিচালক (চলতি দায়িত্বে) মোঃ সালাহ উদ্দীন

বদলি উপলক্ষে বিদায় অনুষ্ঠান

পদোন্নতিপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক মোঃ সালাহ উদ্দীনের প্রধান কার্যালয়ে বদলি উপলক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিসের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে কনফারেন্স রুমে বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে নির্বাহী পরিচালক মোঃ মকবুল হোসেন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে পরিচালক মোঃ আরিফুজ্জামান, মোহাম্মদ আশিকুর রহমান, স্বরূপ কুমার চৌধুরী ও পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ আবু নাসের ও বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি নির্বাহী পরিচালক মোঃ মকবুল হোসেন বদলিপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক মোঃ সালাহ উদ্দীনের হাতে ক্রেস্ট ও উপহার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত পরিচালক মোহাম্মদ মনিরুল হায়দার।

বগুড়া অফিস

কৃষি ঋণ বিতরণ

বাংলাদেশ ব্যাংক, বগুড়া অফিসের উদ্যোগে ও সোনালী ব্যাংক পিএলসি, বগুড়া (দক্ষিণ) প্রিন্সিপাল অফিসের ধুনট শাখা কর্তৃক বগুড়ার আওতাধীন ১৮ আগস্ট ২০২৫ তারিখে কৃষি ঋণ বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংক, বগুড়ার নির্বাহী পরিচালক মোঃ সাখাওয়াত হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে ঋণ গ্রহীতাদের মাঝে কৃষি ঋণের চেক হস্তান্তর করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে মোঃ রশিদুল ইসলাম, জেনারেল ম্যানেজার, সোনালী ব্যাংক পিএলসি, বগুড়া প্যানেল চেয়ারম্যান, ধুনট সদর ইউনিয়ন পরিষদ ও বগুড়া অফিসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথি নির্বাহী পরিচালক ঋণগ্রহীতাদের মাঝে কৃষিঋণ বিতরণ করেন

রংপুর অফিস

ফাইন্যান্সিয়াল অ্যানালাইসিস ফর ব্যাংকস্ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স

প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে প্রধান অতিথি নির্বাহী পরিচালক মোঃ আলী মাহমুদ

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের উদ্যোগে বাংলাদেশ ব্যাংক, রংপুর অফিসে রংপুর অঞ্চলের বিভিন্ন ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে ৩১ আগস্ট ২০২৫ হতে ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ মেয়াদে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যানালাইসিস ফর ব্যাংক্স শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, রংপুর অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ আলী মাহমুদ। বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংকের শাখা প্রধানগণ অনুষ্ঠানে অংশ নেন। প্রশিক্ষণ কোর্সে রংপুর অফিসের আওতাধীন তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ৪২ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

ফরেন এক্সচেঞ্জ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স

বাংলাদেশ ব্যাংক, রংপুর অফিসে Foreign Exchange Transactions Reporting শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স ২২-২৩ জুলাই ২০২৫ মেয়াদে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ কোর্সে রংপুর অঞ্চলের তফসিলি ব্যাংকের ৩৪ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। কোর্সটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রংপুর অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ আলী মাহমুদ, পরিচালক মোঃ এমদাদুল হক, বিবিটিএ এর পরিচালক ও কোর্স ডিরেক্টর মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম এবং কোর্স সমন্বয়কারী উপপরিচালক রুবাব মোহাম্মদ হৃদয়সহ রংপুর অফিসের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সমাপনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংক, রংপুর অফিসের নির্বাহী পরিচালক মহোদয় প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন।

প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে প্রধান অতিথি নির্বাহী পরিচালক

নতুন যোগদানকারী পরিচালক মাসুমা সুলতানাকে ফুল দিয়ে বরণ করা হয়

যোগদান উপলক্ষে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের পরিচালক মাসুমা সুলতানার বাংলাদেশ ব্যাংক, রংপুর অফিসে যোগদান উপলক্ষে ২৬ আগস্ট ২০২৫ তারিখে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নতুন যোগদানকৃত পরিচালককে ফুল দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়। এসময় অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ আলী মাহমুদ, পরিচালক মোঃ দেওয়ান সিরাজ ও পরিচালক মোঃ এমদাদুল হকসহ অন্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সিলেট অফিস

আযান ও ক্বেরাত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

আযান প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অধিকারী হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন নির্বাহী পরিচালক খালেদ আহমদ

পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ)-২০২৫ উপলক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট অফিসের উদ্যোগে অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও পোষ্যদের অংশগ্রহণে আযান ও ক্বেরাত প্রতিযোগিতা ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে অফিসের প্রশিক্ষণ হলে অনুষ্ঠিত হয়। এ আয়োজনে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ আযান এবং শিশু শ্রেণি হতে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত ও চতুর্থ শ্রেণি হতে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত দুটো বিভাগে বিভক্ত হয়ে পোষ্যগণ ক্বেরাত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। অতিরিক্ত পরিচালক ও পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ)-২০২৫ উদ্‌যাপন কমিটির আহ্বায়ক মোহাম্মদ শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি ও সিলেট অফিসের নির্বাহী পরিচালক খালেদ আহমদ। আযান প্রতিযোগিতায় যুগ্ম পরিচালক মোঃ আব্দুল ফাত্তাহ আলমগীর চৌধুরী ১ম স্থান, অফিস সহায়ক মোঃ আবুল হাসনাত ২য় স্থান ও মোঃ আব্দুর রহমান, উপসহকারী পরিচালক (ক্যাশ) ৩য় স্থান লাভ করেন। ক্বেরাত প্রতিযোগিতায় শিশু শ্রেণি হতে তৃতীয় শ্রেণি বিভাগে নুসাইবা জাইনাব নাইরা ১ম স্থান, জান্নাতুল মাওয়া নওশিন ও শাহ মোঃ ফাইয়াজ যুগ্ম ভাবে ২য় স্থান ও সাফিরা তাজরিন রাইফা ৩য় স্থান এবং চতুর্থ শ্রেণি হতে ষষ্ঠ শ্রেণি বিভাগে মোঃ আদনান খান ১ম স্থান, মোঃ আবু সুফিয়ান ২য় স্থান ও ফারদিন আহমদ নিহান ৩য় স্থান অর্জন করেন। অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথি বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

নির্বাহী পরিচালক খালেদ আহমদের নেতৃত্বে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়

জুলাই পুনর্জাগরণ উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

জুলাই পুনর্জাগরণ ও তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উপলক্ষে ৩ আগস্ট ২০২৫ তারিখে নির্বাহী পরিচালক খালেদ আহমদ ও ৬ আগস্ট ২০২৫ তারিখে নির্বাহী পরিচালক (চলতি দায়িত্বে) মোঃ আমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট অফিস চত্বর ও নিবাসে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়। পরিচালক মোহাম্মদ আবুল হাসেম ও মোঃ শাহজাহান মজুমদারসহ অফিসের সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিদ্বয়ে অংশগ্রহণ করেন।

খুলনা অফিস

জুলাই পুনর্জাগরণ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

নির্বাহী পরিচালক মোঃ রুকনুজ্জামানের নেতৃত্বে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়

তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উদ্‌যাপন কর্মসূচির অংশ হিসেবে ৩ আগস্ট ২০২৫ তারিখ বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ রুকনুজ্জামান, বানিয়াখামার নিবাস প্রাঙ্গণে একটি গাছের চারা রোপণ করেন। এসময় পরিচালক এস, এম, কামালুজ্জামান কামাল, মোঃ মতিয়ার রহমান মোল্যা, মোঃ মুজিবুর রহমান ও মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরীসহ বিভিন্ন বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন।

জুলাই পুনর্জাগরণ ও তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ৬ আগস্ট ২০২৫ তারিখ খুলনা অফিস প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়। এ অফিসের নির্বাহী পরিচালক (চলতি দায়িত্বে) ও পরিচালক এস, এম, কামালুজ্জামান কামাল, অফিস প্রাঙ্গণে দুটি গাছের চারা রোপণ করেন। এসময় পরিচালক মোঃ মতিয়ার রহমান মোল্যা, মোঃ মুজিবুর রহমান ও মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরীসহ বিভিন্ন বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালকগণ ও অফিসের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বরিশাল অফিস

সিএমএসএমই অর্থায়ন বিষয়ক কর্মশালা

সিএমএসএমই অর্থায়ন সংক্রান্ত নীতিমালার উপর বরিশাল অঞ্চলের ৪৫টি ব্যাংক ও পাঁচটি ফাইন্যান্স কোম্পানির কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২১ আগস্ট ২০২৫ তারিখে ব্র্যাক লার্নিং সেন্টার, কাশিপুর, বরিশালে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের উপস্থিতিতে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক, বরিশাল অফিসের পরিচালক ইমতিয়াজ আহমদ মাসুমের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে প্রধান কার্যালয়ের নির্বাহী পরিচালক হুসনে আরা শিখা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, বিশেষ অতিথি হিসেবে বরিশাল অফিসের নির্বাহী পরিচালক মধুসূদন বনিক এবং বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের এসএমই অ্যান্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্টের পরিচালক নওশাদ মোস্তাফা উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালায় নির্বাহী পরিচালক হুসনে আরা শিখা ও মধুসূদন বনিক এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ

সভায় বরিশাল অঞ্চলে কার্যরত ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানির প্রতিনিধিবৃন্দ, বিসিক বরিশালের উপমহাব্যবস্থাপক, বরিশাল উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি এর সভাপতি ও সহ-সভাপতি, বিভিন্ন ব্যাংকের সিএমএসএমই উদ্যোক্তা (নারী ও পুরুষ) এবং বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের অতিথিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় উপস্থিত ব্যাংকার, উদ্যোক্তা ও নারী উদ্যোক্তাগণ তাদের বিভিন্ন মতামত, পরামর্শ তুলে ধরেন।

প্রধান অতিথি নির্বাহী পরিচালক হুসনে আরা শিখা তার বক্তব্যে বরিশাল অঞ্চলের আর্থসামাজিক অবস্থার বিবেচনায় সিএমএসএমই অর্থায়নের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি সিএমএসএমই নীতিমালাকে সময়োপযোগী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সিএমএসএমই নীতিমালা বলে উল্লেখ করেন।

ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির আয়োজনে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক, বরিশাল অফিসের সার্বিক সহযোগিতায় ১১-১৩ আগস্ট ২০২৫ তারিখে বরিশাল অফিসে ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট শীর্ষক এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

বিবিটিএর পরিচালক মোঃ মাহমুদুল হাসানের সভাপতিত্বে কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরিশাল অফিসের নির্বাহী পরিচালক মধুসূদন বনিক। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরিশাল অফিসের পরিচালক মোহাম্মদ সামসুউদ্দিন আহমেদ, ইমতিয়াজ আহমদ মাসুম এবং মোঃ আবুল বসার।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি নির্বাহী পরিচালক মধুসূদন বণিক ও বিশেষ অতিথিরা

প্রধান অতিথির বক্তব্যে নির্বাহী পরিচালক মধুসূদন বনিক প্রশিক্ষণার্থীদের ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্টের গুরুত্ব অনুধাবন করে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পরিচালক মোহাম্মদ সামসুউদ্দিন আহমেদ বলেন, খেলাপি ঋণের নেতিবাচক প্রভাব নিরসনে ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্টের চর্চা প্রয়োজন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পরিচালক ইমতিয়াজ আহমদ মাসুম বলেন, খেলাপি ঋণের লাগাম টেনে ধরতে ক্রেডিট রিস্কের দক্ষ ব্যবস্থাপনাই হতে পারে অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। সভাপতির বক্তব্যে বিবিটিএর পরিচালক মোঃ মাহমুদুল হাসান প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান বাস্তবিক ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে প্রশিক্ষণার্থীদের পরামর্শ দেন।

তিনদিনব্যাপী প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ ব্যাংক, বরিশাল অফিসের কর্মকর্তা, বরিশাল অফিসের আওতাধীন ৩৫টি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং পাঁচটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে প্রধান অতিথি প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন।

বগুড়া অফিস

জুলাই পুনর্জাগরণ উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

বাংলাদেশ ব্যাংক, বগুড়া অফিসে তারুণ্যের উৎসব-২০২৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়। নির্বাহী পরিচালক মোঃ সাখাওয়াত হোসেন বগুড়া অফিসের মালতিনগরস্থ স্টাফ কোয়ার্টার, বগুড়া প্রাঙ্গণে একটি গাছের চারা রোপণ করেন। উক্ত কর্মসূচিতে অফিসের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাহী পরিচালক মোঃ সাখাওয়াত হোসেন একটি গাছের চারা রোপণ করছেন

বর্ষায় আমের রাজ্যে ভ্রমণ

সিহান উদ্দীন খান

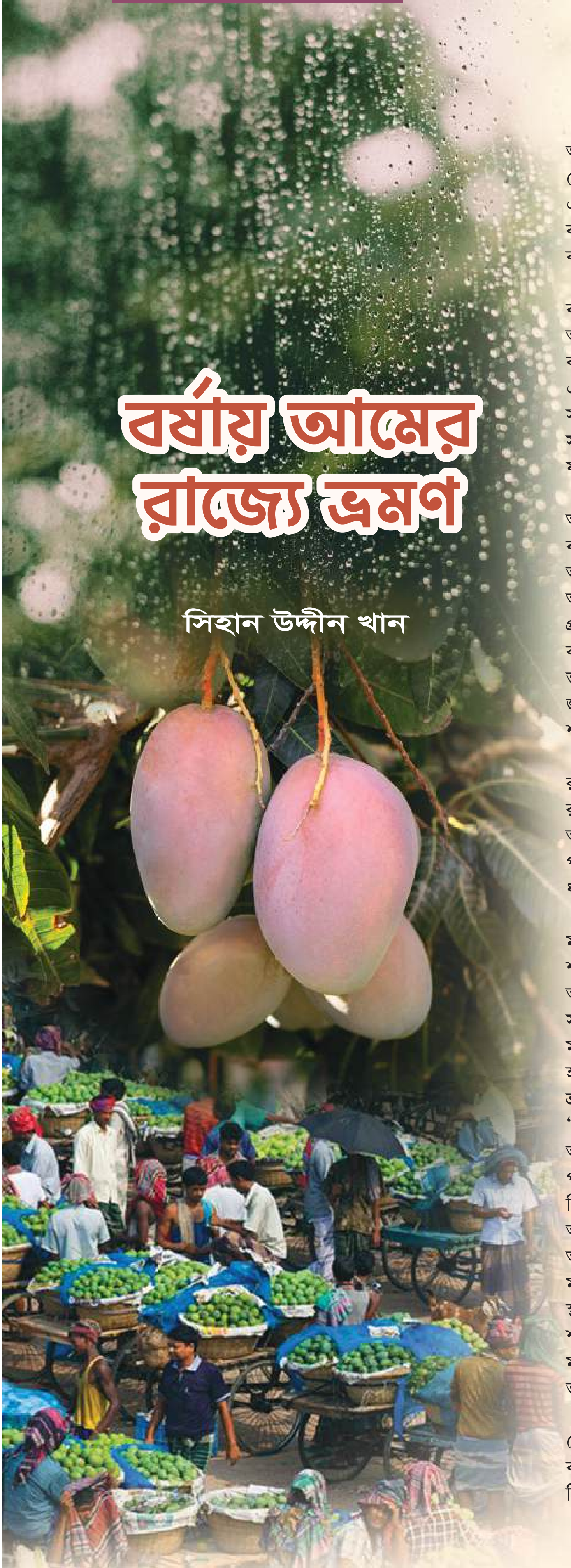

জাতীয় ফল না হয়েও আম নিঃসন্দেহে বাংলাদেশিদের প্রিয় ফল। বাংলাদেশে আমের রাজধানী বলা হয় চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাকে। এই জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার কানসাট অঞ্চল বিশেষভাবে খ্যাত ঐতিহ্যবাহী আমের পাইকারী বাজারের জন্য। প্রতিবছর গ্রীষ্মে আমের মৌসুমে কানসাট জমজমাট হয়ে উঠে আম ব্যবসায়ী ও ভ্রমণপিপাসুদের মিলনমেলায়। এটি শুধু একটি স্থানীয় বাজার নয়, বরং একটি কৃষি অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু এবং স্থানীয়দের জীবন-জীবিকার বড় উৎস। বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসে একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ শেষে কানসাট বাজার ঘুরে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল।

কানসাট পাইকারি ফলের বাজার চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত। ঢাকা বা রাজশাহী শহর থেকে বাস বা ট্রেনে সদর উপজেলায় পৌঁছে বিশ্বরোড মোড় হয়ে অটোরিকশাযোগে কানসাটে আসতে হয়। রাজশাহী শহর থেকে প্রায় ৭৩ কি.মি. দূরত্বের এই বাজারে ব্যক্তিগত যানবাহন করেও আসা যায়। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পাইকারি ব্যবসায়ীরা এখানে আসেন আম কিনতে। কানসাটের জমিদারবাড়ির সাথে সুবিশাল খোলা জায়গায় ভোর হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই বাজারের পরিবেশ অত্যন্ত সরগরম থাকে, বিশেষ করে মে থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত সময়ে। আমের ঋতুকাল অনুযায়ী বিভিন্ন জাতের আম পাওয়া যায় - ল্যাংড়া, হিমসাগর, রুপালী, ফজলি, খিরসাপাত, আশ্বিনা ইত্যাদি।

কানসাট আমের বাজারে এক ধরনের নিলাম পদ্ধতিতে আম বিক্রি হয়। ভোর থেকে আমচাষিরা ঝুড়িভর্তি আম ভ্যান বা সাইকেলে বহন করে বাজারে নিয়ে আসেন। আমের মৌসুমে বাজার ছাড়িয়ে রাস্তার দু'পাশে কয়েক কিলোমিটার জুড়ে আমের ভ্যানে পরিপূর্ণ থাকে - যা একটি অভূতপূর্ব দৃশ্য। পাইকারি ব্যবসায়ীরা আমের মান যাচাই করে দর নির্ধারণ করেন। অনেক সময় আম আগেভাগেই বাগান থেকে 'বাগান বিক্রি' বা 'গুটি হিসাব' অনুযায়ী কেনাবেচা হয়। বাজারে প্রতিদিন কয়েকশত টন আম বিক্রয় হয় যা পরে রেল, ট্রাক ও কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পুরো বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। কানসাটের এই বাজার চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হাজার হাজার কৃষক, শ্রমিক, ট্রাকচালক ও ব্যবসায়ী এই বাজারকেন্দ্রিক জীবিকা নির্বাহ করে। আম সংরক্ষণ, প্যাকেটজাতকরণ ও পরিবহনের মাধ্যমে একটি বড় সরবরাহ শৃঙ্খলা তৈরি হয়, যা দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখে।

যদিও কানসাটের আমের বাজার বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ আম বাজার, তবে এখানেও রয়েছে বাজার ব্যবস্থাপনার ঘাটতি, সংরক্ষণ সুবিধার অভাব, ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত না হওয়া এবং রাসায়নিকমুক্ত আম নিশ্চিত করার চ্যালেঞ্জ। তবে সরকার ও স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় আধুনিক হিমঘর, অনলাইন মার্কেটিং এবং ভোক্তা সচেতনতা বাড়লে এই বাজার আরও সমৃদ্ধ হতে পারে। এই বাজারের সঠিক উন্নয়ন ও সুরক্ষা নিশ্চিত হলে দেশের আমের রাজধানী তার ঐতিহ্য ধরে রাখতে পারবে।

কানসাট ভ্রমণ শেষে সময় থাকলে ঘুরে আসতে পারেন ১০ কি.মি. দূরে অবস্থিত ছোট সোনা মসজিদ যা সুলতানি আমলের ঐতিহাসিক স্থাপত্য নিদর্শন। পাঁচ গম্বুজের এই মসজিদ ১৫শ শতকে সুলতান আলাউদ্দিন শাহ-এর আমলে নির্মিত হয়। প্রাচীন বাংলার রাজধানী গৌড় নগরীর অংশ এই মসজিদ মোগলদের আগমনের পূর্বের মুসলিম শাসকদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের সাক্ষ্য বহন করে। মসজিদ প্রাঙ্গণে রয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীরের সমাধিস্থল। ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে মহানন্দা নদীর তীরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর প্রতিরক্ষা ভাঙ্গার প্রচেষ্টার সময় তিনি শহীদ হন। ছোট সোনা মসজিদের কাছেই ভ্রমনপিপাসুদের জন্য রয়েছে সম্রাট শাহজাহানের পুত্র শাহ সুজার অবকাশ যাপন কেন্দ্র 'তাহখানা'। ১৬৫৫ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত এই তাহখানার পাশে একটি সুনির্মিত মসজিদ ও শাহ সুজার আধ্যাত্মিক গুরু শাহ নিয়ামত উল্লাহ (র:) এর সমাধিস্থল রয়েছে। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সংরক্ষিত এই পুরাকীর্তি ছবির মতো সুন্দর। হাতে আরেকটু সময় থাকলে ৩ কি.মি. দূরে সোনামসজিদ স্থলবন্দর জিরো পয়েন্টও ঘুরে আসতে পারেন। এই স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে মূলত কয়লা ও পাথর আমদানি করা হয়। রাস্তার দু'ধারে সারি সারি আমদানি করা কয়লা ও পাথর ট্রাকে তোলার অপেক্ষায় থাকে। এছাড়া জিরো পয়েন্টের সন্নিকটে স্থানীয় আমবাগানের ভিতরে খনিয়াদিঘী মসজিদের অবস্থান। আনুমানিক পনের দশকে নির্মিত প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সংরক্ষিত এই মসজিদ স্থানীয়ভাবে চামচিকা মসজিদ নামে পরিচিত। সুন্দর স্থাপত্যের এই মসজিদ আদি অটোম্যানদের শাসনাধীন তুরস্কের আনাতোলিয়ায় নির্মিত এক ধরনের জনপ্রিয় মসজিদ রীতির সাথে এই মসজিদের নির্মাণে মিল পাওয়া যায়। কানসাট থেকে একটি ব্যাটারি চালিত অটোরিকশা বা ভ্যান ভাড়া করে এই সবগুলো স্থান সহজেই ঘুরে দেখা যায়।

মে থেকে জুলাই মাসের মধ্যে কোনো একদিন ঘুরে আসুন এই আমের রাজ্য থেকে। ভ্রমণ শেষে নাকে লেগে থাকবে সুমিষ্ট আমের ঘ্রাণ, চোখে থাকবে গাছে ঝুলে থাকা থোকা থোকা কাঁচা-পাকা আম দেখার সুখ আর মাথায় গেঁথে থাকবে সুন্দর একটা স্মৃতি: এই নিশ্চয়তা আমি দিতেই পারি।

■ *লেখক: অতিরিক্ত পরিচালক, পরিসংখ্যান বিভাগ, প্র.কা*

ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শহীদ আলিফ

সৈয়দ মোঃ গাজীউর রহমান

সৈয়দ মোঃ গাজীউর রহমান

বেঁচে থাকলে সেপ্টেম্বর ১১ তারিখ ছেলেটার ১৫ বছর পূর্ণ হতো। কিন্তু তা হওয়ার আগেই ঝরে গেল ছেলেটা। ৫ আগস্ট ২০২৪ ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শহীদ আমাদের একমাত্র সন্তান সৈয়দ মুনতাসির রহমান আলিফ।

আন্দোলনে সারাদেশ উত্তাল। ছেলেকে যখন তালা দিয়েও বাসায় রাখতে পারছিলাম না, তখন রাগ করে বলেছিলাম– আজ বাসার বাইরে গেলে, ঘরে আর জায়গা দেব না। ছেলেও রাগ করে বলেছিল– ঠিক আছে বাসায় আর ফিরব না। এটাই ছিল ছেলের সঙ্গে আমার শেষ কথা। আফসোস হয়, কেন সেদিন এভাবে বলেছিলাম। ছেলে জীবিত অবস্থায় আর বাসায় ফিরেনি; ফিরেছে লাশ হয়ে।

একমাত্র সন্তানকে কোরআনের হাফেজ করতে ছোটবেলায় মাদ্রাসায় দিয়েছিলাম। আলিফ মদ্রাসা থেকে এ প্লাস পেয়ে দাখিল (এসএসসি) উত্তীর্ণ হয়। আলিম প্রথম বর্ষের পরীক্ষার পর আলিফ কম্পিউটার আর ইংরেজি ভাষা শিখতে কোচিংয়ে ভর্তি হয়। সেই কোচিং থেকে বন্ধুরা মিলে আন্দোলনে যাওয়া শুরু। ১৬ জুলাই ২০২৪ রংপুরে আবু সাঈদসহ আরও অনেকে যখন গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়, তারপর থেকে ছেলে চুপি চুপি আন্দোলনে যেত। আমরা জানতাম না। যখন জানলাম, স্বভাবতই খুব শঙ্কিত হয়ে পড়লাম। এত বাচ্চারা আহত-নিহত হচ্ছে, আমার একটাই ছেলে, ওর যদি কিছু হয়ে যায়! সেই আশঙ্কা থেকেই আন্দোলনে যেতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু আলিফের এক কথা– মরে গেলে যাব, তবু আন্দোলনে যাব। বড় ভাইদের প্রাণ যাচ্ছে, আমি ঘরে বসে থাকব না।

আলিফ আন্দোলনে শেষ যায় ৫ আগস্ট। সেদিন ছেলেকে ঘরে তালা দিয়ে রেখেছিলাম। তবুও শেষ রক্ষা হলো না। আলিফ অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। দুপুরের পর জানলাম, শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে চলে গেছেন। বিকাল হয়ে গেলেও আলিফ বাসায় এলো না, ওর বন্ধুদের দু'একজনকে ফোন করে জানতে চাইলাম, আলিফের কথা। বন্ধুরা জানালো, আঙ্কেল চিন্তা করবেন না, অনেকে আজ শাহবাগ, গণভবন গেছে, হয়তো আলিফও ওদিকে গেছে। এরপর সন্ধ্যায় বিভিন্ন মসজিদ থেকে মাইকিং হচ্ছিল– এত বছর বয়সের ছেলের লাশ পাওয়া গেছে। আলিফের খোঁজে আমি দুই জায়গায় গেলাম। স্থানীয় হাসপাতালেও গেলাম। মারাত্মক আহতদের ঢাকা মেডিক্যালে পাঠানো হয়েছে জানলাম। আলিফের বন্ধুদের নিয়ে রাত দশটার দিকে ঢাকা মেডিক্যালের দিকে রওনা হই। পথে পথে ব্যারিকেড। গোলাগুলি চলছিল, তখন যাত্রাবাড়ী থানা লুট হয়ে গেছে, সড়কে ভয়াবহ অবস্থা। আমরা যখন ঢাকা মেডিক্যালে পৌঁছাই তখন রাত আনুমানিক ১২টা।

আমার এক পরিচিত ভাই ঢাকা মেডিক্যালের স্টাফ। তাকে সাথে নিয়ে মর্গে যাই। মর্গের সামনে একটা ঘরে অসংখ্য লাশ স্তূপ করে রাখা। ঐ ঘরের মেঝেতে দাঁড়াতেই রক্তে পা ডুবে যাওয়ার অবস্থা। এরমধ্যে দেখি কারো মাথায় পতাকা বাঁধা, কারো শরীর পতাকায় ঢেকে দেওয়া। এর মধ্যে হঠাৎ লাশের স্তূপের ভেতর, একটা হাতের দিকে আমার চোখ যায়। গায়ে কালো টি-শার্ট। ঐ ঘরের দায়িত্বে থাকা লোকদের বলি লাশটা দেখাতে। তারা বলেন, কনফার্ম হলে আমরা দেখাব, তা না হলে দেখানো যাবে না। এত লাশ ওলটপালট করা যাবে না। আমি আরও কিছুক্ষণ দেখে নিশ্চিত হই এটাই আমার ছেলে আলিফের লাশ। ছেলে বাসায় ব্যায়াম করত। তার সুঠাম বাহু এবং সাদা পায়জামা ও কালো টি-শার্ট দেখে বলি 'আমি কনফার্ম'। আপনারা আমাকে মুখটা দেখান। ওরা বলে, মাথায় গুলি লাগা। এরপর ওরা আমার ছেলের লাশটা বের করে দেয়। কিন্তু লাশের গায়ে কোনো নম্বর বা অন্য কিছু ছিল না। বললো- ময়নাতদন্ত ছাড়া লাশ দেওয়া যাবে না। আমার এক পরিচিত ভাইয়ের সাহায্যে ছেলের লাশ নিয়ে আসি। অ্যাম্বুলেন্সের চালক বলেন, এত রক্তমাখা লাশ, ধুয়ে নিয়ে যান, তা না হলে অনেকে গোসল দিতে চাইবে না। তখন ছেলের লাশ সেগুনবাগিচায় কোয়ান্টামে নিয়ে যাই। ওরা গোসল দিয়ে কাপড় পরিয়ে ডেথ সার্টিফিকেট চায়। ডেথ সার্টিফিকেট ছাড়া তারা লাশ দেবে না। তখন তাদের বিষয়টি বুঝিয়ে বন্ডসই দিয়ে ছেলের লাশ নিয়ে আসি। ছেলের লাশ নিয়ে যাত্রাবাড়ীর বাসায় যখন পৌঁছাই তখন ভোর চারটা। সেখানে আলিফের অর্ধমৃত মাকে নিয়ে ভোরেই গ্রামের বাড়ি কুমিল্লার নাঙ্গলকোর্ট চলে যাই। জোহরের নামাজের পর পারিবারিক কবরস্থানে আমার আলিফকে দাফন করি।

■ *লেখক: ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শহীদ হওয়া*
সৈয়দ মুনতাসির রহমান আলিফের বাবা,
অবসরপ্রাপ্ত উপপরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক

নক্ষত্রের ফুল

আমিনুল ইসলাম

পৃথিবীর মাথায় সেঁটে থাকে অসীম নীল আকাশ
সেখানে ঝুলে থাকে নক্ষত্রের ফুল, সন্ধ্যাতারা।

বক শালিকের কোলাহল ফুরালে
দিবসের অবসানে রাত্রি নামে।
স্নিগ্ধতা ছড়াতে আসে রাজহংসের প্রলম্বিত গ্রীবা, ছাতিম।

মাগরেব থেকে মধ্যরাত পেরিয়ে ফজরে পবিত্রতার আবহে হাসে
বাতাসে বাতাসে শিউলির সুবাস ভাসে সন্ধ্যায়, নিশি ভোরে।

কবি: নির্বাহী পরিচালক, প্র.কা

পিছুটান

শামীম আরা

তোমার কিছু যায় আসে না
এই যে হঠাৎ বৃষ্টি
চোখ জুড়ে টলমল পানি
তাতে তোমার কীই বা
তুমি তো অন্য আকাশ
ধূসর মেঘলা মরুভূমি।
তোমার কিচ্ছু আসে যায় না
এই যে আমি গোলাপ দেখে হই আনমনা
আকাশ দেখে হই যেন উন্মনা
তোমার নেই কোনো দৃষ্টি কামনা
পথ ধূসর গোধূলির ছবি রঙতুলি আলপনা
চেয়ে চেয়ে দেখি বিদায়ী কত শত কান্না
তাতেও তোমার কিছু যায় আসে না
কতকাল তোমার পথ চেয়ে আমি
তবুও একটুও তো ফিরলে না।

কবি: পরিচালক (অবসরপ্রাপ্ত)

সায়াহ্ন

মুহম্মদ বদিউজ্জামান দিদার

আমাদের দিনগুলো হারিয়ে গেলো খুব তাড়াতাড়ি
হঠাৎ একদিন জোছনাটা হয়ে গেলো ম্লান
মাঝরাতে বুক হুহু করা আলো ছড়াতে
এতটা কার্পণ্য দেখিনি এতোকাল।
বসন্ত বাতাসের মাদকতা, হেমন্তের সুবাস
হারিয়ে গিয়েছে অনেককাল।
আকাশে মেঘেরা এখন খেলা করেনা
করেনা চাঁদের সাথে দুষ্টু লুকোচুরি
ইউক্যালিপটাস আর সিরিষের চুড়োর ফাঁকে
হুটোপুটি না খেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, নিশ্চুপ দায়সারা
আকাশটা এখন আর মাঝরাতে নেমে আসে না
চার তলার ছাদের উপর
প্রতিদিন যেন সরে যায় একটু একটু করে
দূরে আরো দূরে, অন্য কোন গন্তব্যে
তোমার দুচোখেও স্বপ্ন দেখিনা
কেমন জানি টাইম পাস
ম্লান হাসি বিদ্রুপের ভাষা
ঝাপসা হয়ে আসা সামনের দিন
অথচ এ জীবনটাই মোহ ছিলো একদিন
দুরন্ত সময়টা ভীষণ ধোঁকাবাজ স্বপ্নে বিভোর রেখে
যায় পালিয়ে দিয়ে ছুট।

কবি: নির্বাহী পরিচালক, প্র.কা

ডিবিআই-১ এ বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-১ এর অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ ইয়াছিন আলীর অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কমর্চারীর উদ্যোগে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরিচালক স্বরূপ কুমার চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক মুনীর আহমেদ চৌধুরী। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

মতিঝিল অফিসে বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল অফিসের ব্যাংকিং বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ আজম আলী শেখ, ইস্যু বিভাগের যুগ্ম পরিচালক লোকেশ রঞ্জন তালুকদার ও অফিসার মৃন্ময় কুমার রায়ের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরিচালক মোঃ রুকনুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ আমজাদ হোসেন খাঁন ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক (কারেন্সি) মোঃ আমিনুল ইসলাম আকন্দ। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিদের ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

মতিঝিল অফিসে বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল অফিসের ডিপোজিট একাউন্টস বিভাগের যুগ্ম পরিচালক মোঃ মাহবুবুর রহমানের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ ইলিয়াছুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ আমজাদ হোসেন খাঁন ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক মোঃ রুকনুজ্জামান। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

বগুড়া অফিসে বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, বগুড়া অফিসের অতিরিক্ত পরিচালক হাসনা হেনা পারভীন, অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান এবং গাড়ীচালক মোঃ আব্দুস সাত্তার মন্ডলের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে অফিসের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরিচালক (পরিদর্শন) মোঃ সরোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মনোজ কুমার হাওলাদার এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (প্রশাসন) আবু সাঈদ মোঃ আরিফ-উল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিদের ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

আলোকচিত্রী: ফারাহ নাসরিন, সহকারী পরিচালক (গবেষণা), বিবিটিএ

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর পরিচালক (এক্স-ক্যাডার প্রকাশনা) সাঈদা খানম কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
ফোন: ৯৫৩০৩০০; ই-মেইল : sayeda.khanam@bb.org.bd; ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd; মুদ্রণে: জামান প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ৪১-৪২, ইসলামপুর রোড (আদিল কমপ্লেক্স), ঢাকা-১১০০।